০২-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের বুলবুলি হয়ে নিজ সম পরিণত করার সেবা করো , নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো আমার স্মরণের যাত্রা সঠিক আছে তো "

প্রশ্ন -- কোন্ বিশেষ পুরুষার্থের আধারে বেগার টু প্রিন্স অর্থাৎ ভিক্ষুক থেকে রাজপুত্র হতে পারবে?

উত্তর -- বেগার টু প্রিন্স হতে বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার থাকা উচিত । একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে । এই শরীরটি আমার নয়। জীবিত অবস্থায় থেকে এমন পুরুষার্থ যারা করে তারা-ই হল বেগার , তাদেরই হল বানপ্রস্থ অবস্থা কারণ তাদের বুদ্ধিতে থাকে এখনতো বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরতে হবে তারপর সুখধামে আসতে হবে।

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে পড়াশোনাতে বিশেষ খেয়াল কোন্ কথাটিতে রাখতে হবে । সর্বগুন সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী , মর্যাদা পুরুষোত্তম , অহিংসা পরম ধর্ম স্বরূপ ধারণ করতে হবে। দেখতে হবে - আমাদের মধ্যে এইসব গুণ আছে ? যেমন স্বরূপ ধারণ করার লক্ষ্য থাকে সেইদিকেই মন যায় তাইনা । এই স্বরূপ ধারণ হবে কিভাবে ? পড়লে এবং পড়ালে । বেহদের বাবাকে সারাদিন কতক্ষণ স্মরণ করা হয়েছে , কতোজনকে পড়ানো হয়েছে ! সম্পূর্ণ এখনও কেউ হয়নি। তাও রয়েছে নম্বর অনুসারে পুরুষার্থী অনুযায়ী । বাবা এক একজন বাচ্চাদের উপরে দৃষ্টি রাখেন যে এই বাচ্চাটি কি করছে ! আমার জন্যে কি সার্ভিস করছে ! কতোজনের ভাগ্য উঁচু থেকে উঁচু করছে ? প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং নিজের খুশীকে জানে। অতীন্দ্রিয় সুখের জীবন সবাইকেই নিজের অনুভব হয়। এই কথা তো বাচ্চাদের নিশ্চয় রয়েছে যে বাবার স্মরণ দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়া যায়। সহজ উপায় হলই স্মরণের যাত্রা । নিজের মনে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমাদের স্মরণের যাত্রা কি ঠিক আছে ? অন্যদের নিজ সমান পরিণত করেছি কি ? জ্ঞান বুলবুলি স্বরূপে পরিণত হয়েছি কি ? তোমরা ব্রাহ্মণরাই দৈবীগুণ ধারণ করে মানুষ থেকে দেবতা রূপে পরিণত হও। তোমরা ছাড়া কেউ দেবতা রূপে পরিণত হবেনা । তোমরাই দেবতা বংশের বংশধর হও। সেখানে তোমাদের দৈবী পরিবার রয়েছে । এখন তোমরা জানো যে আমরা দৈবী পরিবারের সদস্য হতে খুব পুরুষার্থ করছি। বাচ্চাদেরও উচিত কায়দায় পড়াশোনা করা উচিত । একদিনও অ্যাবসেন্ট হলে চলবেনা । যদি অসুস্থ-ও থাকো , বিছানায় পড়ে থাকো তবুও বুদ্ধিতে যেন শিববাবার স্মরণ থাকে। আত্মা জানে যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান , বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কত সহজ এই স্মরণের যাত্রা । এরজন্যেও প্র্যাক্টিস চাই । বুদ্ধিতে একমাত্র বাবার-ই স্মরণ থাকুক। বাবা এসেছেন , আমরা শান্তিধাম গিয়ে আবার সুখধামে আসবো । শেষ সময় পর্যন্ত এতোটাই পরিশ্রম করতে হবে যাতে একমাত্র শিববাবারই স্মরণ থাকে। অন্য সঙ্গ ছেড়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে। মুখে কোনো জপ ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই অন্যদের নিজ সমান করতে পড়াতেও হবে। বাবা বলেন তোমাদের ঐ অবস্থায় পরিণত হতে হবে , যে সতোপ্রধান অবস্থায় তোমরা এখানে এসেছিলে , ঐ অবস্থায় ফিরে গিয়ে আবার সেই অবস্থায় সত্যযুগে আসতে হবে। কত সহজ। তোমরা ভক্তি মার্গে গাইতে যে আপনি যখন আসবেন তখন আমরা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আপনার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকব , এই বিষয়েই পরিশ্রম রয়েছে । পবিত্রতার কথাও হল মুখ্য । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন

হতে হবে। ঐ পদ্ম ফুলও জল থেকে ভূমি থেকে উপরেই থাকে। তোমরা চৈতন্য ফুলও ভূমি থেকে উপরে রয়েছ তো তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা পবিত্র থেকে একমাত্র আপনাকেই স্মরণ করব। যাতে শেষ সময়ে আপনি ছাড়া আর অন্য কেউ স্মরণে না আসে। কোনো অবগুনও যেন না থাকে। যে বাচ্চারা এই রূপ ধারণ করে তারা সর্বদা আনন্দে থাকে। এই প্র্যাক্টিস ভালরীতি করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে কখনও অবস্থা খুবই ক্ষীণ হয়ে যায়। মায়া দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেককে নিজেকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা উচিত । আমরা বাবাকে স্মরণ করার সময়ে কতোটা আনন্দ অনুভব করি। বাবার সার্ভিসে কতোটা সময় দিয়ে থাকি। যে যেমনই হোক , বাচ্চারা তোমাদের সার্ভিস করতেই থাকতে হবে। পরীক্ষা করা হয় কে বর্সা প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছে ! যেমন বিছের এই জ্ঞান থাকে - পাথর নাকি কোনো নরম বস্তু , তো পাথরে কখনোই কামড় দেবেনা । তোমাদের কাজই হল এই। তোমরা বেহদের বাবার স্টুডেন্ট কিনা। পড়াশোনার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। শুরুতে বাচ্চারা মুরলী ছাড়া একদিনও থাকতে পারতো না, কত ব্যাকুল হয়ে থাকতো। (ক্লাসে বড় বোনেরা গান শোনালেন - তোমার মুরলীতে জাদু আছে ....) বাঁধেলিদের কিভাবে মুরলী পৌঁছানো হত! মুরলীতেই জাদু রয়েছে কিনা । কোন্ জাদু ? বিশ্বের মালিক হওয়ার জাদু । এরচেয়ে বড় জাদু হয়না। তো ঐ সময়ে মুরলীর কত মূল্য ছিল তোমাদের কাছে । মুরলী পৌঁছে দিতে কত চেষ্টাই না করতে হত। এই ভেবে যে পড়াশোনা নাহলে বেচারাদের কি হাল হবে ! এখানে বাবা জানেন অনেক বাচ্চারা এমন আছে যারা মুরলীতে পুরো ধ্যান দেয়না । মুরলীতো বাচ্চাদের রিফ্রেস করে। ভগবান যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন , তাঁর মুরলী না শুনলে ভগবান টিচার কি বলবেন । বাবার তো আশ্চর্য লাগে। চলতে চলতে মায়ার এমন তুফান লাগে যে মুরলী পড়া , ক্লাসে আসাই ছেড়ে দেয়। জ্ঞানকে ঘৃণা করা অর্থাৎ বাবাকে ঘৃণা করা। বাবাকে ঘৃণা করা অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহীকে ঘৃণা করা। মায়া একেবারেই নীচে নিয়ে যায়। বুদ্ধিকে একদম নষ্ট করে দেয় , যে কিছুই বোঝেনা । যদিও ভক্তিতো অনেক করে কিন্তু একেবারে অন্ধশ্রদ্ধা , অবুঝ হয়ে পড়েছে। বাবা নিজেই বলেন তোমরা কত যোগ্য ছিলে। এখন অযোগ্য হয়েছ। এখন আমি আবার এসেছি বাচ্চারা তোমাদের যোগ্য করতে সেইজন্য শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন এরজন্যে আর কিছুই করতে হবেনা শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর পড়াশোনা করো । স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করে আর টিচারকেও স্মরণ করে। চরিত্রও শোধরাতে হবে। তোমাদের মুখ্য অব্জেক্ট সামনে রয়েছে । তোমাদের এইরূপ হতে হবে , তাঁদের চরিত্র হল শ্রেষ্ঠ তবেই মানুষরা সারাদিন এই গান গায় - আপনারা হলেন সর্বগুন সম্পন্ন .... মানুষদের যতক্ষণ পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়না ততক্ষণ তারা অন্ধকারে রয়েছে । সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ হল এইসময় অনাথ । তাদের সকলকে পিতার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা হলে বেহদের বাবার সন্তান কিনা । বাবা বলেন আমারে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। বাচ্চাদের যুক্তি বের করা উচিত যে সবাইকে সংবাদ কিভাবে দেওয়া যায় , খবরের কাগজ দ্বারা সবাই সংবাদ প্রাপ্ত করবে যে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। সব আত্মারাই প্রথমে পবিত্র ছিল এখন অপবিত্র হয়েছে। এখানে কোনো পবিত্র আত্মা থাকতে পারেনা। পবিত্র আত্মারা থাকে পবিত্র দুনিয়ায় । আত্মা পবিত্র হলে এই পুরানো পোশাক ত্যাগ করতেই হবে। এইরকম হতে পারেনা আত্মা হবে পবিত্র আর শরীর অপবিত্র তবেই বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্বরূপে পরিণত করতে হবে। প্রথম প্রথম যখন তোমরা এসেছিলে তখন পবিত্র ছিলে এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। আত্মা পবিত্র হয়ে পুনঃ পবিত্র দুনিয়ায় অর্থাৎ স্বর্গে যাবে। শান্তিধাম থেকে গর্ভমহলে আসবে। সেখানে দুঃখের নাম-গন্ধ থাকেনা। রাবণরাজ্য নেই। কিন্তু পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে

, এরজন্যে হল এই পড়াশোনা । স্বর্গে তো সবাই যাবে। কিন্তু উঁচু পদ-প্রাপ্তির পুরুষার্থ করতে হবে। এই কথাতো জানো যে স্বর্গের স্থাপনা এবং নরকের বিনাশ হচ্ছে । শিবালয় স্থাপন হলে বেশ্যালয় শেষ হবে। শিবালয়ে তো আসতেই হবে। এই শরীর ছেড়ে কেউ সেখানে গিয়ে প্রিন্স প্রিন্সেস রূপে পরিণত হবে। কেউ প্রজারূপে পরিণত হবে। যাদের লাইন একেবারে ক্লিয়ার আছে , একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ স্মরণে নেই , তাদের বলা হয় সম্পূর্ণ বেগার । দেহটিও যেন স্মরণে না আসে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মরতে হবে। আমাদের এবারে নিজের বেহদের ঘরে ফিরতে হবে। নিজের ঘর ভুলে ছিলাম। এখন বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন তোমরা হলে সবাই বানপ্রস্থী । এইসময় তোমাদের বানপ্রস্থ অবস্থা চলছে। এখন আমি এসেছি বানী থেকে দূরে অনেক দূরের সেই স্থানে নিয়ে যেতে । বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্যে সব ভক্তগণ ভক্তি করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন সবাই বানপ্রস্থ অবস্থায় কিভাবে যায় । তারা এই শব্দের মানে জানেনা শুধু নাম শুনেছে। যদিও দ্বাপর থেকে লৌকিক গুরুদের সাহায্যে অনেক পুরুষার্থ করে তারা কিন্তু ফিরে যেতে পারেনা । বাবা বলেন এখন সে ছোটই হোক বা বড়ই হোক সবারই হল বানপ্রস্থ অবস্থা। সত্যিকারের বানপ্রস্থ অবস্থা তো তোমাদের কেননা ফিরে যেতে হবে। বেহদের বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে । তাই বাচ্চাদের কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে সবাইকে বাবা-ই মিষ্টি সাইলেন্স হোমে নিয়ে যান কারণ আত্মাদের এখন শান্তি চাই। এখানেতো শান্তি হতে পারেনা । শান্তিধামের মালিক তো একমাত্র বাবা , যখন মালিক আসবেন তখনই সবাইকে নিয়ে যাবেন। ভক্তি করে এসেছে শান্তিধামে যাওয়ার জন্যে । এমন কেউ নেই যে বলবে আমরা সুখধামে যাই। বাবা বলেন আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি তোমাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব যদি আমার শ্রীমত অনুসারে চলবে তাহলে। সুখধামে যদি না যাও চলবে , শান্তিধামে তো নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কাউকেই ছেড়ে দেবনা । না যেতে চাইলে সাজা দিয়ে , মারধোর করেও নিয়ে যাব। যেমন বাচ্চাদের সাজা দেওয়া হয় কিনা। তোমাদেরও তেমনই ভাবে নিয়ে যাব কারণ ড্রামাতে এমন পার্টই আছে তাই নিজের জমাপুঁজী বাড়িয়ে নাও তাহলেই ভাল। পদ-মর্যাদাও ভাল প্রাপ্ত করবে। পরের দিকে যারা আসবে তারা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন তোমরা চাও বা না চাও তোমাদের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মাদের নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমার শ্রীমত অনুসারে চলে যদি সর্বগুন সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ স্বরূপে পরিণত হবে তো উঁচু পদ-মর্যাদা প্রাপ্ত করবে কেননা আমারে আহ্বান করা হয় এসো আমাদের ঘরে নিয়ে চলো অর্থাৎ মৃত্যু দাও। এইসব কথা তো সবাই জানে যে , মৃত্যু আসছে ই । ছিঃছিঃ কেউ এখানে থাকবেনা । বাবা বলেন আমি সবাইকে ছিঃছিঃ দুনিয়া থেকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। যে ভালরীতি পড়া করবে সে সুখধামে যাবে। সুখধাম বা স্বর্গ কোনো আকাশে নেই। তোমাদের স্মারিকা এই দিলবাড়া মন্দির রয়েছেই । আদিদেব বসে আছেন। বাপদাদা হলেন কিনা। এঁনার দেহেই বাবা বিরাজিত আছেন। তোমরা জানো এই স্থানে বাপ-দাদা দুইজনেই বসে আছেন। বাচ্চারা তোমরা দিলবাড়া মন্দিরে যাও তো এই কথা মনে রেখে যাও , ইনিই হলেন বাপদাদা । এইসময়ে তোমরা বাচ্চারা যে রাজযোগ শিখছো এই হল তারই প্রমাণ । মহারথী অশ্বারোহী সবাইতো আছে। এই দাদার ভেতরে বাবার প্রবেশ রয়েছে । তো ঐ হল জড় , ইনি হলেন চৈতন্য , মডেল দেখে এসেছ কিনা । দিলবাড়া মন্দির হল কত সুন্দর রমণীয় । কল্প-কল্প হুবহু এমনই মন্দির তৈরী হবে যা তোমরা গিয়ে দেখবে। তোমরা বলবে এইসব ভেঙে যাবে , তবে তৈরী হবে কিভাবে ? এই কথা ভাবা উচিত নয়। স্বর্গ এখন কোথায় আছে পরে স্বর্গের মহল প্রাসাদ সব হবে। এই পাহাড় ইত্যাদি

ভেঙে যাবে , আবার তৈরী হবে , আবু আবার তৈরী হবে। অনেকে এই বিষয়ে কনফিউজ হয়। বাবা বলেন কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই। বলেন - দ্বারিকা সমূদ্রের নীচে তলিয়ে গেল আবার বেরিয়ে আসবে। যে জিনিস নীচে গেল সে জিনিস গেল , শেষ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে স্বর্গে আমরা নিজের মহল ইত্যাদি তৈরী করব। সেখানে সবকিছুই সতোপ্রধান নতুন জিনিস থাকবে। তোমরা সেখানকার ফল ইত্যাদি দেখে এসেছ। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জ্যোগ্রাফি রিপিট হয় তো স্বর্গও রিপিট হবে। এই কথাটিতে নিশ্চয় থাকা উচিত । কিন্তু কারো ভাগ্যে নেই তো বলবে এইটি কিভাবে হতে পারে । এত সব আবার হবে আর মহল ইত্যাদি তৈরী হবে!

তোমরা জানো সোমনাথের মন্দির লুট হয়েছে তবুও মন্দির তৈরী হবে। এই খেলাটি হল পূজ্য থেকে পূজারী , পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার । ব্রাহ্মণ , দেবতা , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শুদ্র ..... এই হল চক্র । বাচ্চারা তোমরা হলে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী । তোমাদের পদতলে পদ্মের চিহ্ন অংকিত হয়ে যায়। তোমরা জানো আমাদের পদতলে পদ্ম আছে অর্থাৎ পড়াশোনার আধারে প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম চিহ্নিত আছে। যত পড়বে তত উঁচু পদ মর্যাদার অধিকারী হবে। সত্যযুগ হল গোল্ডেন এইজ । সেখানকার ধরনীও হয় খুব সুন্দর । কত সুন্দর মহল থাকে। প্রত্যেকটি জিনিস সতোপ্রধান হয়। দেখা মাত্রই চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনই রাজধানীর তোমরা মালিক হও তো কত ভাল রীতি পুরুষার্থ করা উচিত । পুরুষার্থ দ্বারা-ই প্রারব্ধ নির্মাণ হয়। বাচ্চাদের তো বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে , লৌকিক সম্বন্ধে মমত্ত মেটাতে হবে শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাবার স্মরণে থেকে সর্বদা আনন্দিত থাকতে হবে । কখনও মন খারাপ করবেনা । অসুস্থ অবস্থায়ও মুরলী নিশ্চয়ই শুনতেও হবে এবং পড়তেও হবে।

২) পড়াশোনার দ্বারা পদে পদে পদ্মগুণ ধন জমা করতে হবে অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

বরদান --: পরমাত্ম শ্রীমতের আধারে প্রতিটি পদক্ষেপণকারী অবিনাশী বর্সার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী ভব।

ব্যাখ্যা :
সঙ্গমযুগে তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের যে পরমাত্ম শ্রীমত প্রাপ্ত হচ্ছে - এই শ্রীমত-ই হল শ্রেষ্ঠ পালনা। শ্রীমত ছাড়া অর্থাৎ পরমাত্ম পালনা ছাড়া একটি পদক্ষেপও নেওয়া অসম্ভব । এমন শ্রেষ্ঠ পালনা সত্যযুগেও প্রাপ্ত হবেনা । এখন প্রত্যক্ষ অনুভবের আধারে বলো যে আমাদের পালনহারী হলেন স্বয়ং ভগবান । এই নেশা সর্বদা ইমার্জ থাকলে নিজেকে বেহদের খাজানায় ভরপুর অবিনাশী বর্সার অধিকারী অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী অনুভব করবে।
শ্লোগান --: সুপুত্র সন্তান সে-ই হয় যে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যোগী হয়ে স্নেহের রিটার্ন দেয়।

তপস্বী মূর্ত হও :-

তপস্যা অর্থাৎ স্মরণের লগনে মগ্ন হয়ে , বিশেষ মন-বুদ্ধির একাগ্রতার আধারে অব্যক্ত বতনের যাত্রা করো । চলতে ফিরতে ভোজন গ্রহণ করতে করতে একের স্মরণে থাকা , একের সঙ্গে ভোজন গ্রহণ করাও হল তপস্যা ।